“মুজিববর্ষ-১০০” শীর্ষক ক্যালেন্ডার সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ কিছু তথ্য

ডাঃ এ.এম.এম আনিসুল আউয়াল, *পিএইচডি*

মহাপরিচালক, কেন্দ্রীয় তহবিল

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

পৃথিবীতে মানবজাতীর আগমনের পর থেকেই তাদের প্রয়োজনের নিরিখেই মাস-দিন-ক্ষণ গণনার চাহিদা অনুভব করে। এই চাহিদাকে পূরণ করার নিমিত্তে মানুষ বিভিন্ন দিন পুঞ্জিকা আবিষ্কার করে, যা দিন পুঞ্জিকা বা ক্যালেন্ডার হিসেবে হাজার-হাজার বছর ধরে পরিচিত। ইতিহাস থেকে যতদূর জানা যায় তাতে স্পষ্ট করে প্রতিয়মান হয় যে প্রায় পাঁচ হাজার বছর আগে থেকেই মানুষ পুঞ্জিকা ব্যবহার করছে।

বিশ্বে বহুল প্রচলিত কিছু ক্যালেন্ডার

খ্রিষ্টাব্দ ক্যালেন্ডার

দেশে দেশে যুগে যুগে বিভিন্ন পুঞ্জিকার আবির্ভাব হয়েছে। আবার তা কালের স্রোতে বিলীনও হয়ে গেছে। বর্তমান পৃথিবীতে সবচাইতে জনপ্রিয় এবং বহুল প্রচারিত ক্যালেন্ডার হচ্ছে খ্রিষ্টাব্দ ক্যালেন্ডার। এই ক্যালেন্ডার যিশু খ্রিষ্টের জন্মের তারিখ থেকে দিনক্ষণ গণনার এক আধুনিক পদ্ধতি। এই ক্যালেন্ডার গ্রেগরিয়ান ক্যালেন্ডার হিসেবেও পরিচিত।

হিজরি ক্যালেন্ডার

সারা বিশ্বে হিজরী ক্যালেন্ডারও বহুল ব্যবহৃত একটি ক্যালেন্ডার যা আমাদের মহানবী হযরত মোহাম্মদ (সা:)- এর মক্কা থেকে মদিনায় হিযরত করার দিন থেকে গণনা শুরু হয়েছে। এই ক্যালেন্ডার চন্দ্র মাস/ চন্দ্র বছর কে কেন্দ্র করে প্রণয়ন করা হয়েছে বিধায় গ্রেগরিয়ান ক্যালেন্ডারের সাথে হিজরী ক্যালেন্ডারের বেশ কিছু পার্থক্য রয়েছে।

বাংলা ক্যালেন্ডার

বিগত ২০০০ বছরে ভারতবর্ষে বাংলা, বিহার, উরিষ্যায় ৫-৬ টি ক্যালেন্ডার প্রবর্তন করা হয়েছিল। এই সকল ক্যালেন্ডারের নাম যেমন ভিন্ন ভিন্ন ছিল, তেমনি মাসের নামও ভিন্ন ভিন্ন ছিল। এমন কি কোনো মাস ২০ দিনে আবার কোনো মাস ৩৫ দিনের বেশি হিসেব করে মাস গণনা করা হত। আজ সেই সমস্ত ক্যালেন্ডার কালের আবর্তে হারিয়ে গেছে। তবে মতান্তরে সম্রাট আকবর বাংলা, বিহার, উরিষ্যা থেকে খাজনা আদায়ের লক্ষ্যে ঋতু ভিত্তিক বাংলা ক্যালেন্ডার প্রচলন করেন বলে বেশিরভাগ ঐতিহাসিকের ধারনা। বাংলা সালের প্রথম দিন হিজরী সালের ১ম দিন থেকে গণনা শুরু হয়েছে। তবে বাংলা ক্যালেন্ডার সূর্য বছর কেন্দ্রীক হওয়ায় হিজরী ক্যালেন্ডারের সাথে বাংলা ক্যালেন্ডারের কিছু পার্থক্য রয়েছে। এখানে বিশেষ করে উল্লেখ করা প্রয়োজন প্রতিটি ক্যালেন্ডারের পেছনেই কোন ব্যাক্তির জন্মদিন অথবা সেই সময়ে ঘটে যাওয়া বিশেষ কোন ঘটনাকে কেন্দ্র করে ক্যালেন্ডার প্রবর্তিত হয়েছিল এবং হয়েছে।

নতুন সংযোজনী “মুজিববর্ষ ১০০ ক্যালেন্ডার”

বাঙালী জাতির শ্রেষ্ঠ পুরুষ, জাতীর জনক, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। পৃথিবীতে এই ক্ষনজন্ম পুরুষের শুভ আগমনকে উপজীব্য করে সারা বিশ্ববাসির কাছে বাংলাদেশ এবং তার ইতিহাসকে সম্বলিত করে মুজিব শতবর্ষ উদযাপনের বিভিন্ন কর্মসূচির অংশ হিসাবে কেন্দ্রীয় তহবিল, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় “**মুজিববর্ষ ১০০**” এবং “**Mujib year 100**” নামে বাংলা এবং ইংরেজীতে দুটি ক্যালেন্ডার প্রবর্তন করেছে।

ক্যালেন্ডারটির গঠন

এই ক্যালেন্ডারটি নানা বৈচিত্রে বিশেষায়িত হয়েছে যা আমাদের সকলের জানা প্রয়োজন। মুজিববর্ষ ১০০ শীর্ষক ক্যালেন্ডারটির প্রথম মাসের নাম দেওয়া হয়েছে “**স্বাধীনতা**”, এবং ক্যালেন্ডারটির প্রথম দিন বঙ্গবন্ধুর জন্মদিন থেকে গণনা শুরু করা হয়েছে। ১৭ মার্চ মুজিববর্ষ ১০০ শীর্ষক ক্যালেন্ডারের প্রথম মাসের প্রথম দিন। এই মাসে রয়েছে মোট ৩১ টি দিন; খ্রিষ্টাব্দ, বঙ্গাব্দ এবং হিজরী সালের মাস এবং দিন মুজিববর্ষ ১০০ শীর্ষক ক্যালেন্ডারে সমন্বয় করা হয়েছে।

যৌক্তিকতা ও বিশেষত্ব

ক্যালেন্ডারের প্রথম মাসটির নাম “**স্বাধীনতা**” রাখার পিছনে মূল যুক্তি হচ্ছে, ২৬ মার্চ বাংলাদেশের মহান স্বাধীনতা দিবস যা মুজিববর্ষ ১০০ শীর্ষক ক্যালেন্ডারের ১০ তারিখ। এভাবেই, ১৯৫২ সাল থেকে ১৯৭৫ সাল পর্যন্ত ঘটে যাওয়া বিভিন্ন ঐতিহাসিক ঘটনা সমূহকে স্মরনীয় এবং বরনীয় করে রাখার লক্ষ্যে ক্যালেন্ডারের ১২ মাসের নাম দেওয়া হয়েছেঃ

১. স্বাধীনতা

২. শপথ

৩. বেতারযুদ্ধ

৪. যুদ্ধ

৫. শোক

৬. কৌশলযুদ্ধ

৭. আকাশযুদ্ধ

৮. জেলহত্যা

৯. বিজয়

১০. ফিরে আসা

১১. নবযাত্রা

১২. ভাষা

প্রত্যাশা

জাতীর পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান- কে সবার অন্তরে শ্রদ্ধার সাথে গ্রথিত করার লক্ষ্যে “মুজিববর্ষ ১০০” শীর্ষক ক্যালেন্ডারটি প্রচলন করা হয়েছে। আগত বছর গুলোতে এই ক্যালেন্ডার মুজিববর্ষ ১০১, ১০২, ১০৩... এভাবে হাজার বছর ধরে চলমান থাকবে বলে আমার বিশ্বাস। শুধু তাই নয় পৃথিবীর সর্বত্র এই ক্যালেন্ডারটি ব্যপক হারে প্রচারিত এবং ব্যবহৃত হবে বলেও আমি বিশ্বাস করি। বিশেষ করে বাংঙ্গালীরা পৃথিবীর যে যেই প্রান্তেই থাকুক না কেন এই ক্যালেন্ডারটি তারা হৃদয়ে বহন করে চলবে।